দ্বিতীয় অধ্যায়

সাদ্‌রি ভাষার উৎস ও ক্রমবিকাশ

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও তরাই অঞ্চল ঘিরে গড়ে ওঠা চা-বাগান কেন্দ্রিক আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাকেই 'সাদ্‌রি ভাষা' বলা হয়। 'সাদ্‌রিভাষা' বাগান-কেন্দ্রিক শ্রমিক সমাজের আজ একমাত্র কথ্যভাষা। এই কথ্যভাষার মাধ্যমেই বাগানিয়া শ্রমিকেরা তাদের প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেন, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন ও অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময় করেন। শুধু বাগান এলাকাই নয়, সাদ্‌রি কথ্য ভাষা ক্রমে ক্রমে চা বাগানের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে উত্তরবঙ্গবাসী নানা পেশা ও সম্প্রদায়ভুক্ত বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে অনেকখানিই যুক্ত হতে পেরেছে। একটি সচল ভাষার যা ধর্ম, সাদ্‌রি ভাষার প্রসার যেন সেই নিয়মের বশেই। সেই কারণেই উত্তরবঙ্গীয় গ্রামগঞ্জের সাধারণ ব্যবসায়ী, চা বাগানের নিকটবর্তী জনবসতির বাসিন্দা, গ্রাম্যপথে চলাচলকারী কোন সজন ব্যক্তি কিংবা উত্তরবঙ্গের শহরাঞ্চলে যাতায়াতকারী বাসের কন্ডাক্টার সাদ্‌রি ভাষীদের সঙ্গে সাবলীল ভাবেই সাদ্‌রি ভাষার মাধ্যমে বাক্ বিনিময় করেন। ভাষা মাধ্যম হিসাবে 'সাদ্‌রি ভাষা' ব্যবহার কালে, সাদ্‌রি ভাষী কিংবা অ-সাদ্‌রিভাষীদের মধ্যে কোন সংকোচ কিংবা উপেক্ষণীয় কোন ভাব ফুটে ওঠে না। সাদ্‌রি ভাষার এটি একটি বিরাট ইতিবাচক দিক। সৃষ্টির পর প্রতিষ্ঠিত হতে একটি ভাষার বহু যুগ পেরিয়ে যায়। সাদ্‌রি ভাষা কিন্তু এর ব্যতিক্রম। সৃষ্টি হওয়ার অত্যল্প সময়ের ব্যবধানেই সাদ্‌রি কথ্য ভাষা উত্তরবঙ্গের একটি অত্যাবশ্যকীয় কথ্য ভাষায় পরিণত হয়েছে।

চা-বাগানগুলির দৌলতে সাদ্‌রি ভাষার সূত্রপাত ও ব্যাপক প্রসার ঘটলেও, সাদ্‌রি ভাষার উদ্ভব বেশ আশ্চর্যকর, আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ। ভাবপ্রকাশের

প্রয়োজন হ'লে, ভাষা অন্তরায় যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, সাদ্‌রি ভাষার উদ্ভব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাগিচা শ্রমিকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। আদিবাসস্থানে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা ছিল। সম্প্রদায় স্বাতন্ত্র্যের জন্য তাদের কৃষ্টিও স্বতন্ত্র। আদি বাসস্থানও তাদের ভিন্ন ভিন্ন। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা এবং রাঁচি হল তাদের আদিবাসস্থান। আর্থিক দুরবস্থার কারণেই দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত হ'তে এবং সামান্য সুখলাভের আশায় প্রলুব্ধ হয়ে মধ্যদেশীয় এই আদিবাসী সমাজ একদিন উত্তরবঙ্গের চা বাগানে বসবাস শুরু করে। কালপ্রবাহে তাঁরা আজ এখানকার বাসিন্দা বলেই পরিচিত। কিন্তু পাল্টে গেছে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের নাম। তাঁরা আজ - ওরাওঁ, মুণ্ডা, খেরিয়া, সাঁওতাল, নাগেশিয়া ইত্যাদি নামের পরিবর্তে 'মদেশিয়া' নামেই অধিক পরিচিত। শুধু তাই নয়, আদিবাস ভূমিতে ব্যবহারকারী মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে চা বাগানে তাঁরা সাদ্‌রি ভাষাতেই কথা বলেন।

হিমালয়ের পাদদেশের পার্বত্য অঞ্চলের দুর্ভেদ্য ও গহন বনাঞ্চল অপসারণ করে চা-চাষোপযোগী করে গড়ে তোলা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী প্রতিকূল ও অস্বাস্থ্যকর বন্য পরিবেশকে চা চাষের উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের অবদানই প্রধান। প্রধানত মধ্যদেশীয় আদিবাসীরাই বাগানের শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত হতেন। চা-শিল্পের শুরুতে শ্রমিকদের আগমনের প্রারম্ভে স্থানীয় রাজবংশী, মুসলমান বা অন্যান্য আদিবাসীদের বাগানের কাজের জন্য পাওয়া যায়নি। ১৮৭০-এর দশকে বা তার পরেও বহু বছর পর্যন্ত ডুয়ার্সে স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। ফলে সুদূর ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি আদিবাসীদের। বেশ কিছু নেপালী শ্রমিকও ছিল। ১৯১১-র জনগণনা বিবরণী অনুসারে ঐ বছর জলপাইগুড়ি জেলায়

চা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৫২,৬০৬। এঁদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল ছোটনাগপুর থেকে। ওরাওঁ ছিল ৫৫ হাজার মুণ্ডা ১৭ হাজার। সাঁওতাল পরগণা থেকে আসা শ্রমিক ছিল ১১ হাজার। ঐ বছরে নেপালী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার।[১]

চা-শিল্প গড়ে ওঠার পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনজাতি কর্মের সন্ধানে আসা শুরু করলেও, অত্যল্প সময়ের মধ্যেই উত্তরবঙ্গে ২০টির মত আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসতি শুরু হয়। যাঁদের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁদের মধ্যে কেউ চা-বাগিচায় কর্মরত আবার কেউ বাগান সন্নিহিত অঞ্চলের বাসিন্দা কিংবা বন বিভাগের কর্মী। এঁরা হলেন - ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খেরিয়া, মেচ, মাহালি, কোড়া, রাভা, নগেসিয়া, মালপাহাড়িয়া, ভুটিয়া, টোটো, চাকমা, গারো, ভুমিজ, হেজং, হাজং মাঘ ও লেপচা। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের এই সম্প্রদায় বৈচিত্র্যই হল 'সাদ্‌রি' কথ্যভাষা সৃষ্টির প্রধান কারণ।

উল্লিখিত জনজাতিদের মধ্যে ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগেসিয়া, মাহালি, ভুমিজ, খেরিয়া, মাল-পাহাড়ি কোড়া প্রভৃতি জনেরা এসেছেন ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে। অবশিষ্ট জনজাতিগণের মধ্যে কেউ কেউ অনির্ণীত কাল থেকে উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী, আবার কেউ নিকটবর্তী রাজ্য সিকিম কিংবা ভুটান থেকে আগত।

উত্তরবঙ্গের মোট জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ হল - আদিবাসী জনসমাজ। চা-বাগিচা অঞ্চলের বহিরাগত ও এতদঞ্চলীয় উপজাতির মধ্যে শুধু জলপাই-গুড়ি জেলাতে ১৯৮১তে মোট জনসংখ্যা ছিল ২২,২৪৮৭১। এর মধ্যে তফসিলী উপজাতির সংখ্যা ৪১১৭১১ অর্থাৎ শতকরা ১১ ভাগ। এই তফসিলী উপজাতিদের এক বিরাট অংশ

এসেছে বিহারের সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর হতে। সচরাচর এঁদের আদিবাসী বলা হয়। তুলনায় মেচ, রাভা, টোটো প্রভৃতি জেলার প্রাচীনতম উপজাতিরা সংখ্যায় একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।[২]

বহিরাগত আদিবাসীরা চা-শিল্পের প্রারম্ভিক যুগে যেমন কেবল মাত্র চা-শিল্পে যুক্ত ছিল, সময়ের পরিবর্তনে তাদের কেউ কেউ চা-শিল্প ছেড়ে বনবিভাগ, স্থানীয় কৃষিকর্ম এবং উত্তরবঙ্গের নবগঠিত শহরাঞ্চলের দিনমজুর হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে অবসর গ্রহণের পর প্রৌঢ় চা-শ্রমিকেরা জীবিকার প্রয়োজনে উপরোক্ত কাজে নিযুক্ত হয়।

চা শিল্পে নিযুক্তির পর আদিবাসস্থানের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। দীর্ঘদিন বাগিচা শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত থাকার ফলে অর্থনৈতিক সামাজিক, মানসিক ও পরিবেশগত দিক থেকে তাঁরা আদিবাসস্থানের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়ে। চা-শিল্প থেকে অবসর গ্রহণের পর আদিবাসী শ্রমিকরা তাই নিকটবর্তী বস্তিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পরিণামে, চা-বাগিচা অঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে নব প্রজন্মের আদিবাসী সন্তানরা ভারতবর্ষের মধ্য-দেশকে তাদের আদিবাসস্থান হিসাবে কোনক্রমেই ভাবে না। চা-বাগানের আদি-বাসীদের নব প্রজন্মের কাছে বাগানই হল তাদের বাসস্থান। সাদ্‌রি'ই হল তাদের একমাত্র ভাষা। তাদের পূর্বপুরুষদের কথিত - ওরাওঁ, মুণ্ডা, খেরিয়া, মাহালি নামাঙ্কিত মাতৃভাষার হিসাব রাখার তারা প্রয়োজনবোধ করে না। ফলে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমানতার সাধারণ নিয়মেই সাদ্‌রি ভাষিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সাদ্‌রি ভাষাও ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে।

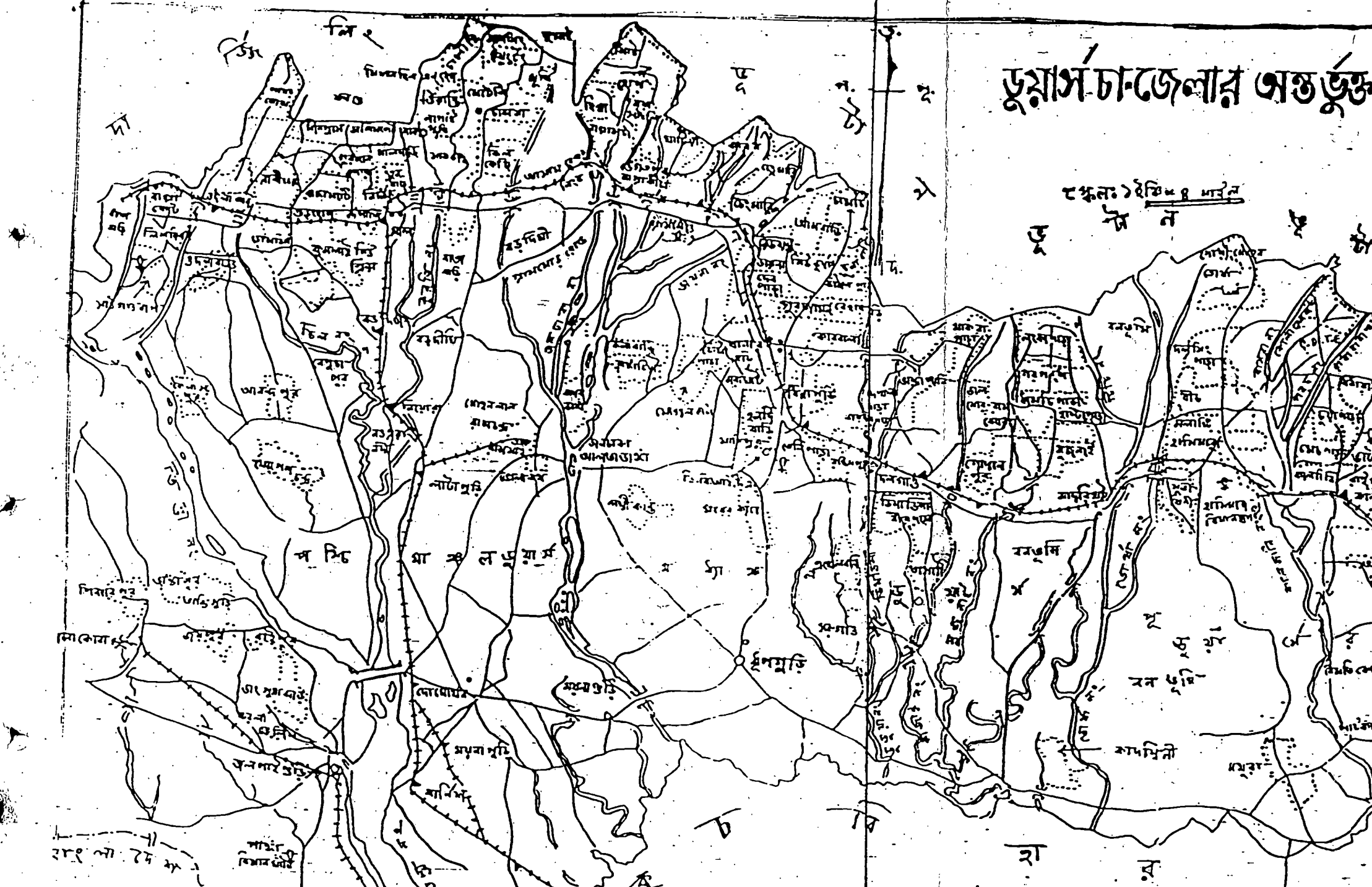

ডুয়ার্স-চা-জেলার অন্তর্ভুক্ত
স্কেল: ১ ইঞ্চি = ৪ মাইল

পশ্চিমবঙ্গে মোট চা বাগানের সংখ্যা ৩০২টি। তার মধ্যে ১০২টি দার্জিলিং পাহাড়ে। তরাই অঞ্চলে ৪৬টি এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে ১৫৪টি। ১৯৮৩ সালের টি স্টেটিসটিক্স অনুযায়ী, জলপাইগুড়ি জেলার মোট স্থায়ী চা শ্রমিক হল ১৫০, ৭০৭ জন। এছাড়া আছে বিভিন্ন সময়ে কাজের জন্য দিনমজুর। দিন-মজুরদের সংখ্যা ও স্থায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি। শ্রমিকদের পরিবারের গড়ে আরো তিনজন করে মানুষ তাদের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সমগ্র উত্তরবঙ্গে ৮ লক্ষের মত মানুষ সাদ্রি ভাষা ব্যবহার করেন। সাদ্রি ভাষিক হিসাবে এঁদের সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়। উত্তরবঙ্গের সমগ্র চা বাগিচা অঞ্চলে এঁদেরই একাধিপত্য।
উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলি হল -

ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি-এসোসিয়েশনের অন্তর্গত চা বাগান :-

ডুয়ার্স চা-জেলাকে আবার কয়েকটি - উপ-চা জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে চা-উপজেলা ভিত্তিক বাগানগুলির নামের তালিকা প্রদত্ত হল।

(ক) ডামডিম উপজেলার অন্তর্ভুক্ত চা বাগান -

(১) বাগ্রাকোট চা বাগান।

(২) বৈকুণ্টগোরী চা বাগান।

(৩) ডামডিম চা বাগান।

(৪) এলেনবারি চা বাগান।

(৫) ফাগু চা বাগান।

(৬)গুড্‌হোপ চা বাগান।

(৭) যোগেশচন্দ্র চা বাগান।

(৮) কৈলাসপুর চা বাগান।

(৯) কুমলাই চা বাগান।

(১০) নীস রীডার চা বাগান।

(১১) মালান্ডি চা বাগান।

(১২) মীনগ্লাস চা বাগান।

(১৩) মিশন হিল চা বাগান।

(১৪) নীদাম (Nedam) চা বাগান।

(১৫) নীউ গ্লীনকো (New Glencoe) চা বাগান।

(১৬) নোয়েরা নাদী (Nowera Nuddy) চা বাগান।

(১৭) ওদলা বাড়ী (Odlabari) চা বাগান।

(১৮) পাথরঝোরা চা বাগান।

(১৯) রাজা চা বাগান।

(২০) রানী চেরা চা বাগান।

(২১) রাঙ্গাঁমাটি চা বাগান।

(২২) সুঙ্গাঁচি (Soongachi) চা বাগান।

(২৩) সোনালী চা বাগান।

(২৪) সাইলি (Sylee) চা বাগান।

(২৫) টুন বাড়ি (Toonbarrie) চা বাগান।

(২৬) ওয়াশবাড়ি (Washbarrie) চা বাগান।

(খ) চালসা উপ-চা জেলার অন্তর্ভুক্ত চা-বাগান -

(১) আইবীল (Aibheel) চা বাগান।
(২) বড় ডিঘি চা বাগান।
(৩) বাতা বাড়ি চা বাগান।
(৪) চালৌনী চা বাগান।
(৫) চাল্‌সা চা বাগান।
(৬) এঙ্গো (Engo) চা বাগান।
(৭) ডাঙ্গুয়া ঝাঁড় (Danguajhar) চা বাগান।
(৮) ইনডং (Indong) চা বাগান।
(৯) কিলকোট (Killcott) চা বাগান।
(১০) কুমাই (Kumai) চা বাগান।
(১১) মেটেলী (Matelli) চা বাগান।
(১২) নাগাইসুরী (Nagaisuree) চা বাগান।
(১৩) সামসিং (Samsing) চা বাগান।
(১৪) জুরান্‌টি (Zurrantee) চা বাগান।

(গ) নাগ্‌রাকাটা উপ-চা-জেলার অন্তর্গত চা-বাগান :-

(১) বামনডাঙ্গা চা বাগান।
(২) ভগতপুর চা বাগান।
(৩) ক্যারন (Carron) চা বাগান।
(৪) চেংমারি চা বাগান।
(৫) ধরনীপুর চা বাগান।

(৬) ঘাটিয়া (Ghatia)চা-বাগান।

(৭) গ্রাসমোর চা বাগান।

(৮) হিল্লা চা বাগান।

(৯) জিতি (Jiti) চা বাগান।

(১০) হোপ (Hope) চা বাগান।

(১১) কুরতি (Kurti) চা বাগান।

(১২) লোকসান (Looksan) চা বাগান।

(১৩) নাগ্রাকাটা চা বাগান।

(১৪) নয়াসাইলি (Nya sylee) চা বাগান।

(ঘ) বিন্নাগুড়ি উপ-চা জেলার অন্তর্গত চা-বাগান

(১) আমবাড়ি চা বাগান।

(২) বানার হাট চা বাগান।

(৩) বিন্নাগুড়ি চা বাগান।

(৫) চুনাভুটি চা বাগান।

(৬) ডায়না (Diana) চা বাগান।

(৭) গয়েরকাটা চা বাগান।

(৮) হলদিবাড়ি চা বাগান।

(৯) কলাবাড়ি চা বাগান।

(১০) কারবালা চা বাগান।

(১১) কাঁঠালগুড়ি চা বাগান।

(১২) লাখাপাড়া চা বাগান।

(১৩) লক্ষ্মীকান্ত চা বাগান।

(১৪) মোগলকাটা চা বাগান।

(১৫) মরাঘাট চা বাগান।

(১৬) নিউ ডুয়ার্স চা বাগান।

(১৭) রেড্‌ব্যাঙক চা বাগান।

(১৮) রেহাবাড়ি (Rheabari) চা বাগান।

(১৯) সুরেন্দ্রনগর চা বাগান।

(২০) তেলিপাড়া চা বাগান।

(২১) টোটোপাড়া চা বাগান।

(৩) দলগাঁও উপ-চা জেলার অন্তর্ভুক্ত চা বাগান -

(১) বীরপাড়া চা বাগান।

(২) ভাণ্ডাপানি চা বাগান।

(৩) কুচরিহার চা বাগান।

(৪) দলগাঁও চা বাগান।

(৫) ডালমোর চা বাগান।

(৬) ডুমচিপাড়া (Dumchipara) চা বাগান

(৭) গরগণ্ডা (Garganda) চা বাগান

(৮) গোপালপুর চা বাগান।

(৯) হাণ্টাপাড়া চা বাগান।

(১০) জয়বীরপাড়া চা বাগান।

(১১) কাদম্বিনী চা বাগান।

(১২) লঙ্কাপাড়া চা বাগান।

(১৩) মাকুড়াপাড়া চা বাগান।

(১৪) নাংদলা চা বাগান।

(১৫) রায়ঝোড়া চা বাগান।

(১৬) তাসাটি চা বাগান।

(১৭) তুলসীপাড়া চা বাগান।

কালচিনি উপ-চা জেলার অন্তর্ভুক্ত চা বাগান -

(১) আটিয়াবাড়ি চা বাগান।

(২) ভানোবাড়ি (Bharnobari) চা বাগান

(৩) ভাটপাড়া চা বাগান।

(৪) ভাটকোয়া (Bhatkawa)) চা বাগান।

(৫) বীচ (Beech) চা বাগান।

(৬) সেন্ট্রাল ডুয়ার্স (Central Dours) চা বাগান।

(৭) চিন্ধুলা (Chindhula) চা বাগান।

(৮) চুয়া পাড়া (Chuapara) চা বাগান।

(৯) দলসিং পাড়া (Dalsingpara) চা বাগান।

(১০) ডিমা (Dima) চা বাগান।

(১১) কালচিনি চা বাগান।

(১২) মধু চা বাগান।

(১৩) মেচপাড়া চা বাগান।

(১৪) মহুয়া চা বাগান।

(১৫) পাটকা পাড়া চা বাগান।

(১৬) রাধারাণী চা বাগান।

(১৭) রাইমাতঙ্গ (Raimatang) চা বাগান।

(১৮) রাজাভাত (Rajahbhat) চা বাগান।

(১৯) সাতালি (Satali) চা বাগান।

(২০) সুভাষিনী (Subhasini) চা বাগান।

(২১) তোর্ষা (Toorsa) চা বাগান।

এছাড়া আছে -

(১) মানাবাড়ি চা বাগান।

(২) গুর্জং ঝোরা চা বাগান।

(৩) দেবপাড়া চা বাগান।

(৪) পলাশ বাড়ি চা বাগান।

(৫) ডেক্‌লাপাড়া (Dheklapara) চা বাগান

(৬) মুজনাই চা বাগান।

(৭) গোপীমোহন চা বাগান।

(৮) নিমতিঝোরা চা বাগান।

(৯) মাঝের ভাররি চা বাগান

(১০) টুরতুরি চা বাগান।

(১১) কোহিনুর চা বাগান।

(১২) চুনিয়া ঝোরা চা বাগান।

(১৩) শ্রীনাথপুর চা বাগান।

(১৪) রায়সাই চা বাগান।

(১৫) যাদবপুর চা বাগান।

(১৬) নেপুচাপুর (Nepuchapur) চা বাগান।

(১৭) আনন্দপুর চা বাগান।

(১৮) সিঙ্গানিয়া চা বাগান।

(১৯) রহিমপুর চা বাগান।

(২০) সরস্বতী পুর চা বাগান।

(২১) শিকারপুর চা বাগান।

(২২) করলাডেলী চা বাগান।

(২৩) ভান্ডিগুড়ি (Bhandiguri) চা বাগান

(২৪) রায়পুর চা বাগান।

(২৫) জয়পুর চা বাগান

(২৬) নাথুয়া চা বাগান।

(২৭) সরুগাও চা বাগান।

(২৮) এখেল বাড়ি চা বাগান।

(২৯) মথুরা চা বাগান।

জয়ন্তী উপ-চা-জেলার অন্তর্ভুক্ত চা বাগান

(১) জয়ন্তী

(২) কার্তিক

(৩) কুমারগ্রাম

(৪) নিউল্যান্ড

(৫) রহিমাবাদ

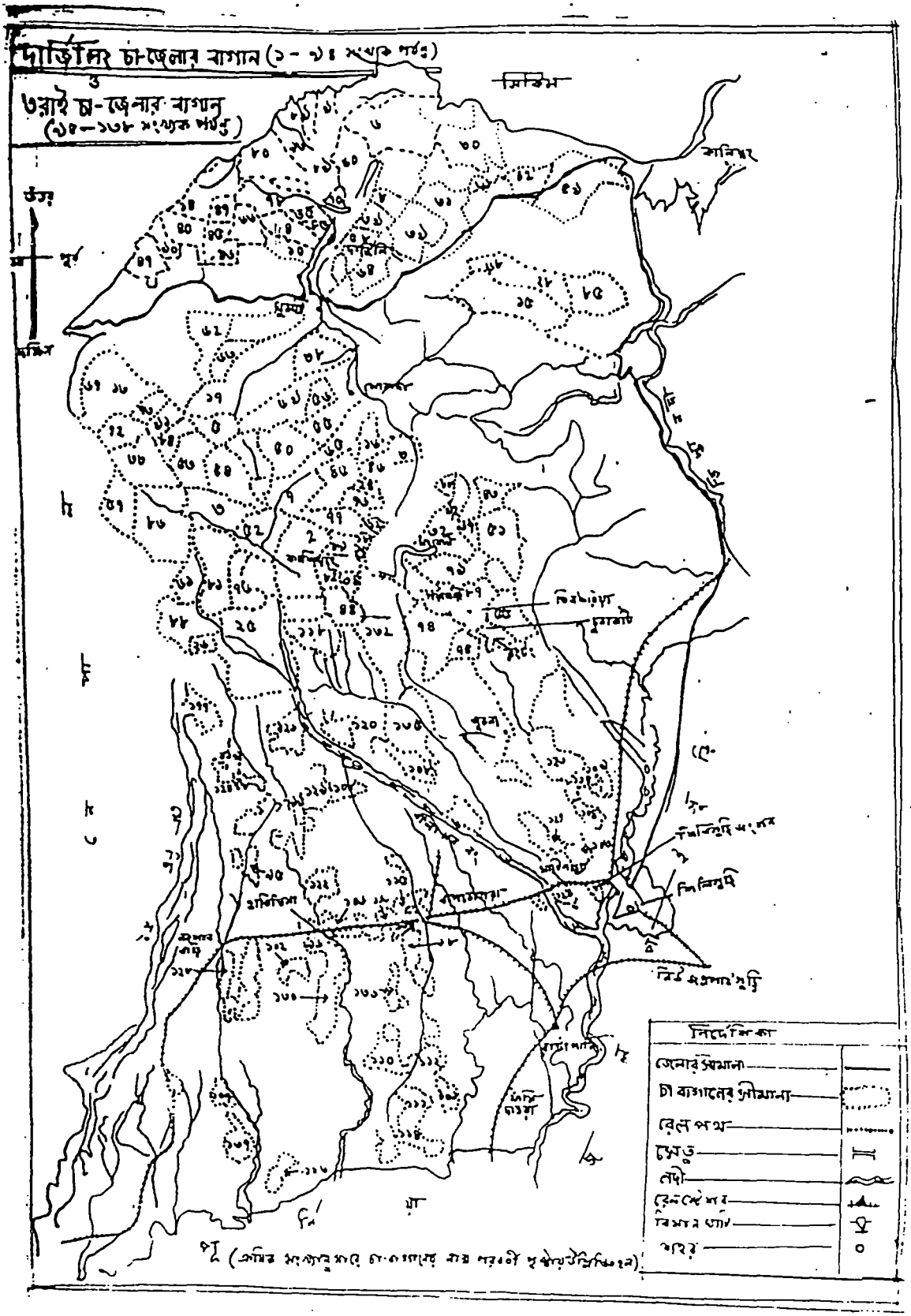

দার্জিলিং চা-জেলার বাগান (১ – ৭১ সংখ্যক পর্যন্ত)
তরাই চা-জেলার বাগান
(৭২—১৩৮ সংখ্যক পর্যন্ত)
সিকিম
নির্দেশিকা
জেলার সীমানা
চা বাগানের সীমানা
রেল পথ
সেতু
নদী
রেলস্টেশন
শহর

(৬) রাইডাক

(৭) সংকোশ

(৮) ধোওলাঝোরা

(৯) ফাঁস খাওয়া

দার্জিলিং চা-জেলার অন্তর্ভুক্ত চা বাগান :-

(১) আলুবাড়ি চা বাগান।

(২) আম্বুটিয়া চা বাগান।

(৩) এ্যানসেন গঙ্গে চা বাগান।

(৪) আরগ চা বাগান।

(৫) এভোন গ্রোভ চা বাগান।

(৬) বাদামটাম চা বাগান।

(৭) বালাসন চা বাগান।

(৮) বনমোক বার্ণ চা বাগান।

(৯) বার্ণিশবেগ চা বাগান।

(১০) ব্লুয় ফিল্ড চা বাগান।

(১১) সিডার্স চা বাগান।

(১২) চৈত্যপাণি চা বাগান।

(১৩) চায়ং চা বাগান।

(১৪) চংটং চা বাগান।

(১৫) দার্জিলিং চা ও সিঙ্গোনা চা বাগান।

(১৬) দিলারাম চা বাগান।

(১৭) দুধেরিয়া চা বাগান।

(১৮) ডাউহিল চা বাগান।

(১৯) ডায়সং চা বাগান।

(২০) ডায়সং চা বাগান।

(২১) ডায়সং চা বাগান।

(২২) ডায়সং চা বাগান।

(২৩) ডায়সং চা বাগান।

(২৪) এডেন ভেলি চা বাগান।

(২৫) যোগমায়া চা বাগান।

(২৬) গয়াবাড়ি ও মিলাকথং চা বাগান।

(২৭) গিধা-পাহাড় চা বাগান।

(২৮) গাইলি চা বাগান।

(২৯) গিং চা বাগান।

(৩০) গ্লিন বার্ণ চা বাগান।

(৩১) গ্লিনডার্ণেল ও তাগদা চা বাগান।

(৩২) ঘুমটি চা বাগান।

(৩৩) গোপাল ধারা চা বাগান।

(৩৪) গৌরীশংকর চা বাগান।

(৩৫) হ্যাপী ভ্যালি চা বাগান।

(৩৬) ইলম্ ও শুকটিম চা বাগান।

(৩৭) জাংপানা চা বাগান।

(৩৮) কালেব ভ্যালি চা বাগান।

(৩৯) লিবং ও মিনারেল স্প্রিং চা বাগান।

(৪০) লিংগিয়া চা বাগান।

(৪১) লিজা হিল চা বাগান।

(৪২) লোপচু চা বাগান।

(৪৩) মহলডেরায় চা বাগান।

(৪৪) মাকাইবাড়ি চা বাগান।

(৪৫) মার্গারেট হোপ ও মহারাণী চা বাগান।

(৪৬) মেরিবং ও ফাইল চা বাগান।

(৪৭) মিম চা বাগান।

(৪৮) মহামাঝুয়া চা বাগান।

(৪৯) মাণ্টিভায়ট চা বাগান।

(৫০) মুণ্ডাকোট চা বাগান।

(৫১) মুন্নোটর চা বাগান।

(৫২) মুরমাহ্ চা বাগান।

(৫৩) নাগ্রাই চা বাগান।

(৫৪) নাগ্রাই ফার্ম চা বাগান।

(৫৫) নুরবং চা বাগান।

(৫৬) ওয়াক্স্ চা বাগান।

(৫৭) ওকায়টি চা বাগান।

(৫৮) পান্দাম চা বাগান।

(৫৯) পাশোক চা বাগান।

(৬০) ফুরশেরিং চা বাগান।

(৬১) ফুগুরি চা বাগান।

(৬২) ফুবং চা বাগান।

(৬৩) পুশিমবিং চা বাগান।

(৬৪) রঙ্গাঁরুন চা বাগান।

(৬৫) রিংটন ও হোপটাউন চা বাগান।

(৬৬) ঋষিহাট চা বাগান।

(৬৭) রংবং চা বাগান।

(৬৮) রংলি রংরিয়ট চা বাগান।

(৬৯) রংযুক চা বাগান।

(৭০) রংনীট চা বাগান।

(৭১) সামাবীয়ং চা বাগান।

(৭২) সিওক চা বাগান।

(৭৩) সেলিমবং চা বাগান।

(৭৪) সেলিম হিল চা বাগান।

(৭৫) সেপাইধরা চা বাগান।

(৭৬) সিংবুলি চা বাগান।

(৭৭) সিংশিল চা বাগান।

(৭৮) সিংটম চা বাগান।

(৭৯) সিডিটর চা বাগান।

(৮০) সুম চা বাগান।

(৮১) সৌরিনী চা বাগান।

(৮২) স্প্রিংসাইড চা বাগান।

(৮৩) স্টেনথল চা বাগান।

(৮৪) সাংমা চা বাগান।

(৮৫) তিস্তা ভ্যালি চা বাগান।

(৮৬) থার্বো চা বাগান।

(৮৭) তিনধারিয়া চা বাগান।

(৮৮) তিনলিং চা বাগান।

(৮৯) তুকভার উত্তর চা বাগান।

(৯০) তামসং চা বাগান।

(৯১) তারজুম চা বাগান।

(৯২) ইউনাইটেড যাঝুয়া (নোর বাধা যাঝুয়া)

(৯৩) বাহ (Vah) তুকভার চা বাগান।

তরাই অঞ্চলের চা-বাগান :-

(৯৪) আশাপুর চা বাগান।

(৯৫) অটল চা বাগান।

(৯৬) আজামাবাদ চা বাগান।

(৯৭) বাগডোগরা চা বাগান

(৯৮) বেলগাছি চা বাগান।

(৯৯) ব্যাঙডুবি চা বাগান।

(১০০) ভোগ্যারাই চা বাগান।

(১০১) বিজয়গড় চা বাগান।
(১০২) চাঁদমণি চা বাগান।
(১০৩) দাগাপুর চা বাগান।
(১০৪) দৌলতপুর চা বাগান।
(১০৫) দেবমণি ও কৃটপুর চা বাগান।
(১০৬) ফুলবাড়ি চা বাগান।
(১০৭) ফুলবাড়ি পাতান চা বাগান।
(১০৮) গুলমা চা বাগান।
(১০৯) গঙ্গারাম চা বাগান।
(১১০) গয়াগঙ্গা চা বাগান।
(১১১) হ্যাপিকোয়া চা বাগান।
(১১২) হিন্দ(সন্ন্যাসী থান) চা বাগান।
(১১৩) কমলা চা বাগান।
(১১৪) কমলপুর চা বাগান।
(১১৫) খড়িবাড়ি চা বাগান(শচীন্দ্র চন্দ্র)
(১১৬) লোহাগড় চা বাগান।
(১১৭) লংভিউ চা বাগান।
(১১৮) মাঙ্কঝা চা বাগান।
(১১৯) মারিয়ন বাড়ি চা বাগান।
(১২০) মাটিগাড়া চা বাগান।
(১২১) মেরিভিউ চা বাগান।
(১২২) মইরগাও ও মেথিবাড়ি চা বাগান।
(১২৩) মোরাপুর চা বাগান।

(১২৪) নিউ চামটা চা বাগান।

(১২৫) নিউ তেরাই (পাণিঘাটা) চা বাগান।

(১২৬) নিশ্চিন্তপুর চা বাগান।

(১২৭) নক্‌শাল বাড়ি চা বাগান।

(১২৮) অর্ড চা বাগান।

(১২৯) পাহাড়ে ঘুমচি চা বাগান।

(১৩০) পুটিন বাড়ি চা বাগান।

(১৩১) রোণি(Rhoni) বা বাগান।

(১৩২) শিমুল বাড়ি চা বাগান।

(১৩৩) সিংঘিয়া ঝোরা চা বাগান।

(১৩৪) শুক্‌না চা বাগান।

(১৩৫) তাইকু চা বাগান।

(১৩৬) ঝাংঝোরা চা বাগান।

(১৩৭) তিরিহান্না (Tirrihannah) চা বাগান।

আদিবাসীরা শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত, অনগ্রসর এবং বাগানের চৌহদ্দির মধ্যে কর্ম উপলক্ষে গণ্ডীবদ্ধ সেই কারণে অন্য সম্প্রদায়ের ভাষা শেখবার সুযোগ এদের নেই। লিখিত ভাষা পড়ে জ্ঞানাহরণ করার ক্ষমতা না থাকায় অন্যের ভাষা আয়ত্ত করাও এদের পক্ষে সহজ নয়। তাই আদিবাসীদের ব্যবহৃত সাদ্‌রি ভাষা একমাত্র তাদের বাক্‌বিনিময়ের মাধ্যম। যার সাহায্যে চা-শিল্পের শিক্ষিত ও পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে শ্রমিককুলের বাক্‌-বিনিময় হয়। কাজেই চা-শিল্পের সূত্রপাতের যুগে শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে সাদ্‌রি ভাষার অবদান স্মরণযোগ্য। ক্রমে চা শিল্প বৃহৎ হয়েছে, শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সঙ্গে প্রসারিত হয়েছে সাদ্‌রি ভাষা।

ভারতবর্ষের শিল্প শ্রেণীকরণে, চা শিল্প আজ বৃহদায়তন শিল্পের আওতায় পড়ে। উত্তরবঙ্গের এই শিল্পে বহিরাগত শ্রমিকদেরই প্রাধান্য। এক কথায়, তাঁরা চা-বাগানের পরিচয়ে পরিচিত। নিজেদের আদি বাসস্থানের সঙ্গে তারা সংস্রবহীন। চা শিল্পে শতকরা ৮০ শতাংশ চা শ্রমিকই আদিবাসী অর্থাৎ সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, হো, খেরিয়া, বরাইক, খাসি, মাহালি, মালপাহাড়ি, কেরোয়া ইত্যাদি উপজাতি নিয়ে গঠিত। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় আদিবাসী অর্থাৎ রাভা, মেচ, টোটো, মহিলা পুরুষদের দেখাই যায় না চা-বাগানের শ্রমিক হিসাবে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক দেখা যায় ওরাওঁ উপজাতির। এঁদের আদি জন্মস্থান অর্থাৎ রাঁচির সঙ্গে বর্তমানের প্রায় কোন যোগাযোগ নেই।[৩]

চা-শিল্প সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী এবং চা-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক আদিবাসী সম্প্রদায়কে ডঃ বুদ্ধদেব চৌধুরী তাঁর 'জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়ন' প্রবন্ধে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে যাঁরা প্রধানত এই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষ তাঁরা হলেন মেচ, রাভা, চাকমা, গারো ইত্যাদি সম্প্রদায়। এবং অন্য অঞ্চল থেকে আসা আদিবাসী সম্প্রদায়। তাঁরা হলো - সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ ইত্যাদি সম্প্রদায়। এই শেষের গোষ্ঠীর মানুষেরাই প্রধানত চা-শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চা-শ্রমিক হিসাবে ছোটনাগপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে এ জেলায় চলে এসেছে।[৪]

দার্জিলিং-এর তরাই এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স চা শিল্পের প্রভাবে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়েছে। চা-শিল্পের মেরুদণ্ড তাই আদিবাসী শ্রমিকগণ। আদমসুমারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডুয়ার্স তথা জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৭২৬৬৫ জন। ১৯৭১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায়

৪২৮৫৯৫ জন। আর ১৯৮১ সালে ৭৪৪৬৪০ এবং এর মধ্যে বনবসতি আদিবাসী সংখ্যা ১২১৯৫ অর্থাৎ জেলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যার ১.৬৩ শতাংশ বাস করেন ৭৭টি জনবসতিতে।[৫]

উল্লিখিত পরিসংখ্যান্ থেকে আমরা নিশ্চিত যে উত্তরবঙ্গ আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। বিগত দশ বছরে তাদের সংখ্যা দশ লক্ষের অধিক হয়েছে। উক্ত পরিসংখ্যানে কেবল মাত্র ডুয়ার্সে চিত্র বিধৃত হয়েছে। তরাই অঞ্চলের ৪৬টি চা-বাগিচার চিত্রও অনুরূপ। আদিবাসীরা (চা-শ্রমিক) সবাই সাদ্রি ভাষিক্। তাঁদের প্রচলিত কথ্য ভাষা সাদ্রির কথা প্রত্যেকে অকপটে স্বীকার করেন। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য লিখেছেন যে সাদ্রি উত্তরবঙ্গের চা বাগিচার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার একটি অন্যতম প্রধান প্রচলিত কথ্যভাষা। ওরাওঁ, মুণ্ডা, খেরিয়া, অসুর, মাহালি, সাঁওতাল, চিক্বারাইক, লোহরা প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের চা-শ্রমিকেরা স্ব স্ব মাতৃভাষার বাইরেও এই ভাষার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে মত বিনিময় করে। এই অঞ্চলের আদিবাসী ছাড়াও অনেক ব্যবসায়ীও জীবন জীবিকার সাথে জড়িত মানুষ সুন্দর সাদ্রি বলে থাকে।[৬]

আদিবাসীদের ব্যবহার্য ভাষা সাদ্রি ভিন্ন অন্য কিছু নয় তা সরিৎচন্দ্র ভৌমিক এর লেখাতে পাই। তিনি লিখেছেন -

> Interesting fact was that though the Oraons retained the use of Kurukh, the other tribes had all forgotten their own language. Sadri was the lingua franca of the Adivasis, including the Oraons. In this respect, Oraons. were bilingual. On the other hand, the only tribal dialect, the other tribes Knew was Sadri ... . The

Sadri spoken by the Adivasis in the Dooars had, in the addition, the influence of Bengali.

চা-বাগিচার শ্রমিক হিসাবে বহু মালপাহাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ নিযুক্ত আছেন। চা বাগিচায় তাদেরও কথ্যভাষা হল সাদ্‌রি। A.K. Das লিখেছেন -

Linguistically the Malpaharias belongs to the Dravidian speech family. Though most of them in this state speak either in corrupt form of Bengali or in Sadri dialect which is mixed form of Bengali and the other languages.

মালপাহাড়ীদের ভাষা সম্পর্কে Risley- র মন্তব্য হল -

Malpaharia a Dravidian tribe in habiting the Ramgarh hills in the Santal Parganas. Speaks a very impure dialect of the Bengalees.

মুন্ডা সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী শ্রমিকদের ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে ড. নির্মল দাশ বলেছেন,

এদের(মুন্ডাদের) নিজস্ব ভাষা মুন্ডারি হলেও, পশ্চিমবঙ্গের মুন্ডাদের খুব কম অংশই খাঁটি মুন্ডারি ভাষা ব্যবহার করে। চা বাগান এলাকার মুন্ডারা নিজেদের মধ্যে বাংলা হিন্দী মুন্ডারি মেশানো 'সাদ্‌রি' ভাষা ব্যবহার করেন।[১০]

নাগেশিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক সম্পর্কে ডঃ দাশ বলেছেন, "জলপাইগুড়ির নাগেশিয়ারা সাদ্‌রি ভাষাতেই কথা বলেন" বাগিচার শ্রমিক কোড়া সম্প্রদায়ের "আদি ভাষা মুণ্ডারি হলেও এরা পরিস্থিতি অনুসারে সাঁওতালি, কুরুখ ও সাদ্‌রি ভাষা ব্যবহার করেন।" [১১] এবং ওরাওঁদের -

> আদি মাতৃভাষা 'কুরুখ', দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তবে এরা বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাংলা ও সাদ্‌রি এবং অন্যান্য উপজাতির লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় সাদ্‌রি ভাষা ব্যবহার করেন।[১২]

সাদ্‌রি কথ্য ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গীয় আদিবাসী বস্তিগুলিতে। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য সে কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যে সাদ্‌রি ভাষা শুধু একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর কথ্যভাষা নয়। ওরাওঁ, মুণ্ডা, খারিয়া, চিক্ বারাইক, মাহালি, লোহরা, সাঁওতাল প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের আদিবাসী মানুষ এ ভাষায় কথা বলে।[১৩]

আদিবাসী চা-শ্রমিকেরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মুণ্ডারী শাখার ভাষাসমূহ এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কুরুখ ভাষায় কথা বলেন। এই সব গোষ্ঠীভাষা ছাড়া এঁদের একটি আর্যমূল ঐক্যবিধায়ক ভাষা আছে যার নাম সাদ্‌রি, মতান্তরে 'সাদানী'। যে সব কৌমের নিজস্ব গোষ্ঠীভাষা নেই, সাদ্‌রি তাদের মাতৃভাষা। যাদের নিজস্ব গোষ্ঠীভাষা আছে তাদের কাছে সাদ্‌রি দ্বিতীয় মাতৃভাষা।[১৪]

স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন (Sir George Abrahum Grierson) H.H. Risley, A.K. Das ও চারুসান্যাল এঁরা সবাই স্বীকার করেন যে, উত্তর-বঙ্গের চা-বাগিচার শ্রমিকদের ঐক্য বিধায়ক কথ্যভাষা হল 'সাদ্‌রি'। চা-শিল্পে নিযুক্ত

শ্রমিক শ্রেণী সাদ্‌রি ভাষার মাধ্যমেই কথাবার্তা বলেন। এমন কি, আদিবাসী শ্রমিক ছাড়া চা চা-শিল্পে নিযুক্ত যে সব পদস্থ কর্মচারী আছেন তাঁরা শ্রমিকদের সঙ্গে কাজের কথা বিনিময় করতে স্বচ্ছন্দে সাদ্‌রি কথ্যভাষা ব্যবহার করেন। চা-শিল্পে তথা উত্তরবঙ্গীয় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তাই সাদ্‌রি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

উপরিউক্ত আলো-চনা থেকে আমরা নিসন্দিগ্ধ যে, চা-উৎপাদক এলাকায় আদিবাসী শ্রমিকদেরই প্রাধান্য এবং তাঁদের ব্যবহার্য ভাষাই সাদ্‌রি কথ্য ভাষা নামে স্বীকৃত। কিন্তু বাগিচার জনজাতি কর্তৃক ব্যবহৃত এবং বিদ্বৎ সমাজ কথিত 'সাদ্‌রি' ভাষা নামটি কিভাবে 'সাদ্‌রি' নামে নামাঙ্কিত হল, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সূত্রের সন্ধান অদ্যাবধি কেউ দেননি। স্বাভাবিক কারণেই 'সাদ্‌রি' নামের উৎস নিরূপণে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে আমি সর্বজন স্বীকৃত কিন্তু অদ্যাবধি অনুধাবিত উক্ত 'সাদ্‌রি' নামের উৎস অন্বেষণে প্রয়াসী হয়েছি।

বিষয় এবং ব্যাপারটি সুস্পষ্ট যে, উত্তরবঙ্গের বাগিচা এলাকায় 'সাদ্‌রি' ভাষার সূত্রপাত ঘটে বহিরাগত আদিবাসী শ্রমিকদের চা-শিল্পে যোগদানের পর। ১৮৩১ থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত সময় সীমায় তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক চা-শিল্পে অধিক পরিমানে নিযুক্ত হলে, সম্প্রদায় বৈচিত্র্যের কারণে, তাঁদের নিজস্ব মাতৃভাষা অচল বলে গণ্য হয়। ফলে সকল সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর বোধগম্য একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সেই কারণে সর্ব ভাষা সমন্বিত একটি সকলের সহজবোধ্য অত্যন্ত সরল সাবলীল ভাষার সৃষ্টি হয়। একান্ত প্রয়োজনীয় এই সরল ভাষাই সাদ্‌রি ভাষা নামে পরিচিত।

আদিবাসীদের ব্যবহারোপযোগী সরল, কাজ চালানো গোছের নব্য ভাষার শব্দ ভান্ডারে স্থান পেল, স্থানীয় রাজবংশী ভাষার শব্দ সম্পদ, স্থান হিন্দী, ওরাওঁ, মুন্ডা, সাঁওতাল, নাগেশিয়া ও মালপাহাড়ী ভাষার সাদৃশ্যমূলক অপেক্ষাকৃত সহজতর শব্দাবলী। তৈরী হল এক ভাষা মাধ্যম। যার সাহায্যে বাগিচার শ্রমিকদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান শুরু হল। এরই মাধ্যমে শুরু হল চা-শিল্পের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের ভাব বিনিময়। সাদ্‌রি ভাষা সৃষ্টির এই হল প্রাথমিক ইতিহাস।

সাদ্‌রি' চা-বাগিচার শ্রমিকদের ভাষা - এই অভিমত বিদগ্ধ ব্যক্তি কিংবা সুপ্রতিষ্ঠিত সমালোচকেরা পোষণ করলেও সাদ্‌রি ভাষার আঙ্গিক গঠনে ও ভাষার উপাদানের ক্ষেত্রে নানা জনে নানা মত পোষণ করেন। A.K. Das তাঁর 'The Malpaharies of West Bengal গ্রন্থে লিখেছেন -

> The Sadri spoken by the Adibasis in the Dooars had in the addition the influence of Bengali.

সরিৎ ভৌমিক তাঁর 'Class formation in the Plantation System' গ্রন্থে সাদ্‌রি ভাষা সম্পর্কে লিখেছেন -

> The Sadri spoken by the Adibasis in the Dooars had in the addition the influence of Bengali.

সুতরাং সাদ্‌রি ভাষা যে মিশ্র নব রূপায়িত ভাষা উপরোক্ত অভিমতগুলি তারই প্রমাণ দেয়।

সরিৎ ভৌমিক 'সাদ্‌রি' সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আর একটু প্রসারিত করে দেন। 'Class Formation in the Plantation system' গ্রন্থে লিখেছেন -

Sadri is a dialect which is spoken by the Adivasis even to Chotonagpur.(Page-109)

যি. ভৌমিকের উক্তিতে প্রতিপন্ন হয় সাদ্‌রি শুধু উত্তরবঙ্গে নয়, আদিবাসীদের আদি-বাসস্থান ছোটনাগপুরেও সাদ্‌রির প্রচলন আছে।

উত্তরবঙ্গের বাগান এলাকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাদ্‌রি কথ্য ভাষার প্রকাশ প্রসার ঘটলেও, আদিবাসীদের আদিবাসস্থান ছোটনাগপুরেও সাদ্‌রি নামের উদ্ভব এবং ভাষার প্রচলন ছিল। তবে তার আঙ্গিক গঠন ছিল ভিন্ন প্রকার। সেই কারণে ছোটনাগপুরের প্রচলিত সাদ্‌রি ভাষার রূপের আঙ্গিক গঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরিৎ ভৌমিক বলেছেন - "It is a mixture of Hindi and the tribal dialects."

কিন্তু উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সাদ্‌রি কথ্য ভাষায় শুধু হিন্দী এবং আদিবাসীদের ভাষার শব্দ সম্পদই নয় বাংলা ভাষার বিশেষ করে স্থানীয় রাজবংশী ভাষার বহু শব্দই সাদ্‌রি কথ্য ভাষার অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

তবে একথা ঠিক, সাদ্‌রি নামের উদ্ভব উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলেই প্রথম নয়। সাদ্‌রি নাম ও ভাষা সম্পর্কে George Abrahum Grierson যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা হল -

Most of the aborigines speak Munda language, Some of them use corrupt Aryan language, which is locally known as Sadri, or more correctly Sadri Kol.

বোঝা যায় আদিবাসস্থানে মুন্ডারা কেউ কেউ নিজস্ব মাতৃভাষা মুন্ডারিতে কথা বললেও কেউ কেউ বিকৃত আর্যভাষায় কথা বলতেন যার আঞ্চলিক পরিচিতি ছিল সাদ্‌রি,

কিংবা সাদ্‌রি-কোল নামে। সুতরাং সাদ্‌রি নামের উদ্ভব হয়েছিল ছোটনাগপুর অঞ্চলেই।

Linguistics Survey of India - নামক গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের দ্বিতীয় বিভাগে G.A. Grierson সাহেব সাদ্‌রি নামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন -

> The word Sadri is used when an oboriginal tribe abandous its own language and takes to an Aryan one.

অর্থাৎ কোন আদিম আদিবাসী তার নিজস্ব ভাষা পরিত্যাগ করে যদি কোন আর্যভাষাকে ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে তবে সেই ভাষাকে 'সাদ্‌রি'ভাষা বলে।

কাজেই, 'সাদ্‌রি' চা-বাগিচার শ্রমিক শ্রেণীর ভাষা হলেও, সাদ্‌রি নামের উদ্ভব চা-বাগিচা অঞ্চলেই প্রথম নয়। সাদ্‌রি নামটির সৃষ্টিস্থল সুদূর ছোটনাগপুর কিংবা তৎসন্নিহিত আদিবাদী অধ্যুষিত অঞ্চল। উদ্ভবস্থলেই বিভিন্ন নামে সাদ্‌রি নামটি ব্যবহৃত হত। নামগুলি হল - সাদ্‌রানি, সাদ্‌রি কোল, Sadri Karwa ইত্যাদি।

নামকরণ যাহাই হোক না কেন নামকরণে যতই সাদৃশ্য থাকুক না কেন, ছোটনাগপুরের প্রচলিত সাদানি মতান্তরে সাদ্‌রি ভাষা এবং তথাকথিত চা-বাগান অঞ্চলের ব্যবহার্য সাদরি ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। কারণ ছোটনাগপুরের 'সাদ্‌রি' বাংলা ভাষার সংস্রবহীন কিন্তু বাগানে ব্যবহার্য সাদ্‌রিতে আছে - বাংলা, আদিবাসীদের ভাষার শব্দ এবং হিন্দী ভাষার উপাদান। দুই স্থানের সাদ্‌রি ভাষার সৃষ্টিরহস্য ভিন্ন। ছোটনাগপুরের সাদ্‌রির জন্ম ভাষা সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মে। অর্থাৎ কঠিন ও সহজের সহবস্থান হলে মানুষ স্বাভাবিক কারণেই সহজটিকে গ্রহণ করে এবং কঠিনটি ধীরে ধীরে বর্জন করে। ছোটনাগপুরের

সাদ্‌রি ভাষার সৃষ্টির পশ্চাতে সেই স্বাভাবিক নিয়ম নেই, আছে প্রয়োজনের প্রবল তাগিদ। শিল্পের প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের একত্র সমাবেশ এবং বিভিন্ন ভাষার উপাদান সমন্বিত করে তাৎক্ষণিক ভাষার সৃষ্টি।

ছোটনাগপুর ও তৎসন্নিহিত এলাকায় প্রচলিত সাদ্‌রি ভাষা হল হিন্দী ও জনজাতিদের ব্যবহৃত ভাষার সমন্বিত রূপ। তাই, শব্দ ব্যবহার বাক্‌রীতি ও ধ্বনিগত দিক থেকে উভয় সাদ্‌রি যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য মন্ডিত। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সাদ্‌রি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। সেই বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ ফুটে ওঠে A.K. Das এর কথায় তিনি লিখেছেন -

Sadri dialect which is a mixed form of Bengali and other languages.

কিন্তু ছোটনাগপুরের সাদ্‌রি সম্পর্কে সরিৎ ভৌমিক বলেছেন -

It is a mixture of Hindi and the tribal ...

তা ছাড়া ছোটনাগপুরের মাটিতে সৃষ্ট কোন ভাষায় বাংলা ভাষার উপাদান সংযুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তেমনি বাংলার বুকে গড়ে ওঠা কোন নতুন ভাষা, বাংলা ভাষার প্রভাব যুক্ত হতে পারে না। নামে এক হলেও দুই স্থানের সাদ্‌রি ভাষা কদাচ এক নয়। ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে উভয়ই পৃথক।

'সাদ্‌রি' নামকরণের ক্ষেত্রে গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রদত্ত ব্যাখ্যার্থ যথার্থ বলে মনে হয়। অর্থাৎ তার বক্তব্য হল আদিবাসীরা যখন নিজস্ব ভাষা পরিত্যাগ করে কোন একটি আর্য ভাষায় কথা বলে, সেটিই হল সাদ্‌রি ভাষা। উত্তর বঙ্গের প্রচলিত সাদ্‌রি ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় - আদিবাসী শ্রমিকেরা তাদের নিজস্ব ভাষা বর্জন করে বাংলা হিন্দী ইত্যাদি আর্যমূল ভাষার সঙ্গে আদিবাসীদের বহুবিধ ভাষার মিশ্রণে সাদ্‌রি উদ্ভব হল। তাই সাদ্‌রি নামকরণের পশ্চাতে গ্রীয়ার্সনের ব্যাখ্যা যথার্থ। কিন্তু উপাদানের বিচারে এবং

ভাষার বৈশিষ্ট্যে চা বাগিচার সাদ্‌রি ভাষা আপন বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। এবং সুবৈশিষ্ট্যে পরিচিত।

'সাদ্‌রি' শব্দের উদ্ভব এবং সাদ্‌রি ভাষার সৃষ্টির কথা জানলাম কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ভাষাটির গুরুত্ব কতখানি এবং জীবন্ত ভাষা হিসাবে 'সাদ্‌রি' কতখানি প্রসার লাভ করছে।

সর্বোপরি কথা হল, সাদ্‌রি কথ্যভাষা উত্তরবঙ্গের চাশিল্পের একটি জীবন্ত ভাষা। দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চল এবং জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স এলাকা জুড়ে প্রায় আট-লক্ষের মত মানুষের মুখের ভাষা হল সাদ্‌রি কথ্য ভাষা। তাই ভাষাটির গুরুত্বের অপরি-সীমতা আজ সর্বজন স্বীকৃত। ভাষাটির ব্যাপকতাও লক্ষণীয়। এ ভাষা আজ আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

সাদ্‌রি কথ্যভাষার সূত্রপাত ঘটেছিল নূন্যতম এবং মৌলিক চাহিদার অভি-ব্যক্তিকে প্রকাশ করতে। নবজাত এই কথ্যভাষা কিন্তু তার নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমায়িত থাকেনি। কমবেশী শতবর্ষীয় এই ভাষা আজ বৃহত্তর আদিবাসী সমাজের সকল প্রকার অভিব্যক্তি প্রকাশক এবং সংস্কৃতিবাহক ভাষা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। জীবিকার তাগিদে একদিন যার জন্ম হয়েছিল। হৃদয়ের অন্তস্থলের আনন্দ উচ্ছ্বাস বিকশিত হয় আজ সাদ্‌রি ভাষারই সুরেলা ধ্বনি-সংগীতে।

প্রকৃতির প্রয়োজনে সৃষ্ট বস্তুর পুষ্টি সাধন প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়ে থাকে। তাঁর জন্য বিশেষ যত্ন ও তদারকি নিষ্প্রয়োজন। সামাজিকতার তাগিদে সাদ্‌রি কথ্য ভাষার অঙ্কু-রোদ্গম কিন্তু এর প্রসার, প্রকাশ, প্রচার সুতস্ফূর্ত, স্বাভাবিক সুছন্দ ও প্রাকৃতিক। নিরক্ষর

শ্রমজীবি প্রকৃতি পুত্র আদিবাসীদের কথ্যভাষা যেমন অযত্নসম্ভূত, এর ক্রমবিকাশও তেমনি স্বতস্ফূর্ত।

সাদ্‌রি ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে Sarit Ch. Bhowmick লিখেছেন -

> The Lingua fran ca of the adivaris is Sadri. Development of this language is important for the Development of the adivaris themselves.

যেখানে তিনশত কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৫০ কিমি প্রশস্ত বিস্তীর্ণ চা-উৎপাদন অঞ্চলে জুড়ে আট লক্ষের মত আদিবাসী মানুষের বাস এবং তাদেরই একমাত্র কথ্যভাষা হল সাদ্‌রি সেক্ষেত্রে সাদ্‌রি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু একথাও সত্য, দীর্ঘ দেড়শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই ভাষার কোন লিপি আবিষ্কৃত হয়নি। লিখিত হয়নি কোন স্বীকৃত পুস্তক। চা বাগানের লক্ষাধিক শিশুর শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠদানের ভাষা হয় হিন্দী নয় বাংলা। সরকার পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করলে ভাষাটি প্রসার লাভের সুযোগ পেত। কিন্তু আজ অবধি তেমন কোন বলিষ্ট পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

আনুকূল্যের কথা বাদ দিলেও, ভাষার বিকাশ লাভের একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। সাদ্‌রি কথ্য ভাষার বিকাশ লাভ সেই স্বাভাবিক নিয়মেই হচ্ছে। কথ্যভাষাটির উদ্ভব হয়েছিল চা-শিল্পে কর্ম-পরিচালনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু অতিক্রান্ত দেড়শ বছরের মধ্যে এই ভাষা আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে।

আজ আদিবাসীদের প্রাণের কথা রূপায়িত হয়ে উঠে সাদ্‌রি কথ্য ভাষার ধ্বনিতে। বাগানিয়াদের যেমন মদেশিয়া বলেও নামাঙ্কিত করা হয়। কারণ তাঁরা ছিলেন এককালে

ভারতের মধ্যাঞ্চলের বাসিন্দা। চা বাগানের শ্রমিক এবং মদেশিয়া নামের মাঝে আজ আর কোন তফাৎ নেই। মদেশিয়া নাম উচ্চারিত হতেই চা-শ্রমিকের কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তেমনি 'সাদ্‌রি' নামটি উচ্চারণ করলেই আদিবাসী শ্রমিকের কথাই প্রতিবিম্বিত হয়। গোষ্ঠী ভাষা হিসাবে আদিবাসীদের মাতৃভাষাগুলি সবই বিস্মৃতির পথে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, বাগিচা অঞ্চলে ভালো মুন্ডারি ভাষা জানা কোন মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। চর্চা ও সুযোগের অভাবে গোষ্ঠীভাষাগুলি সবই বিলুপ্তির পথে। স্বভাবতই সাদ্‌রি ভাষার গুরুত্ব বাড়ছে, সেই সঙ্গে ভাষাটি প্রসারিতও হচ্ছে ভাষাটি হচ্ছে জীবন নির্ভর।

আদি বাসভূমিতে চা-শ্রমিকদের সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্য ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু চা-শিল্পে নতুন পরিবেশে তাদের নব আবাসস্থলে সে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। তন্মধ্যে একটি কারণ হল বাসগৃহ নির্মাণ পদ্ধতি। বাগিচা শ্রমিক আইন অনুযায়ী চা-শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে সব বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে দুইটি পরিবার একসাথে বসবাস করার উপযোগী করে। অনেক ক্ষেত্রেই একটি পরিবারের প্রতিবেশী হয়েছে ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সহবস্থানের ফলে ভাবগত, ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত ঐক্য স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে। চা-মালিক নির্মিত দীর্ঘবস্তীতে শ্রমিক পরিবারগুলির সহবস্থানের ফলে আদিবাসীদের সম্প্রদায় স্বাতন্ত্র্য প্রায় ঘুচে গেছে এমন এক সময় ছিল যখন আদিবাসীদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ বর্জিত ছিল। আদিবাসী কোন যুবক যুবতী প্রেমঘটিত অসবর্ণ বিবাহ বন্ধনে যুক্ত হলে, ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষ থেকেই তিরস্কার লাভ করত। এবং তারা বাগান থেকে বহিস্কৃত হত। কিন্তু বর্তমানে সমাজের সেই নির্মম খড়্গটি আর নেই। অসবর্ণ বিবাহে সম্মত যুবক যুবতী আজ জরিমানা প্রদান করলেই সংসার বাঁধার সামাজিক স্বীকৃতি পায়। সমাজের কর্তা ব্যক্তিরাও সেই প্রদত্ত জরিমানার টাকায় মহানন্দে হাঁড়িয়া পান করে আর নৃত্যগীতের মাধ্যমে ব্যাপারটিকে সহজ ভাবে মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করেছে।

চা শ্রমিকদের বাসগৃহ ।

চা শ্রমিকদের গৃহপরিবেশ ।

বাগিচা পরিবেশের অচেনা মজুরী অর্থনীতি আদিবাসীদের মধ্যে নতুন সামাজিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়ে যায়। গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য বলতে - সম্প্রদায়গত, ভাষাগত, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয়, উৎসব এবং বিভিন্ন সংস্কার গত ভাবনাকেই বোঝা যায়। উক্ত স্বাতন্ত্র্য অবশ্য আকস্মিকভাবে লুপ্ত হয় নাই। এবং পুরোপুরি লুপ্ত হয়েছে সে কথাও বলা যায় না। তবে বহুলাংশে লঘু হয়ে অবমিশ্র রূপ ধারণ করেছে। পানীয় জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভাষা, জীবনাচরণ ও শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্তই একস্থানে সংঘটিত হয় এবং একই প্রকার। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটানোই স্বাভাবিক। এরই মধ্যে নেপালী ও অন্যান্য পার্বত্য উপজাতির বসবাস। তাঁরা তাদের স্বতন্ত্র কৃষ্টি নিয়ে ভাষা নিয়ে থাকলেও, সাদ্‌রি ভাষা ব্যবহারে তাঁরা শতকরা সব ভাগই পারদর্শী।

বাগিচা শ্রমিক আইন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে -চা শ্রমিকদের নিদারুণ ভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। সকাল সাড়ে চারটা থেকে শ্রমিকদের কাজের সূচনা। সকাল ছয়টার আগেই রান্না খাওয়া সমাপ্ত করে ঠিক ছয়টা বাগানের কাজে নিয়োজিত হতে হত। সারাদিন চলত চা পাতা তোলা কিংবা চা-শিল্পের কাজ দিনের শেষে কাজ থেকে হত রেহাই। এভাবে চলত বছরের পর বছর। পরিশ্রান্ত শ্রমিকের অন্তরের জাগত না কোন সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় কিংবা দলীয় ভাবনা। সাপ্তাহিক মাসিক কোন ছুটির বালাই ছিল না। সামান্য মজুরীতে ছিল কাজ আর জীবন। এর ফলেও আদিবাসীদের অপেক্ষাকৃত হালকা ধর্মীয়বোধগুলিতে ভাটা পড়েছে। ১৯৫১ সালের বাগিচা শ্রমিক আইন প্রবর্তিত হওয়ার পরই শ্রমিকদের জীবনে সুস্থতা আসে। এই আইনের প্রধান বিধিগুলি হল - (১) স্বাস্থ্য ও শ্রমিক কল্যাণ (২) কাজের সময় সংক্রান্ত বিধি এবং (৩) শিশু ও কিশোর কর্মী নিয়োগ এবং বেতনসহ ছুটি বিষয়ক বিধি।

স্বাস্থ্য ও শ্রমিকদের কল্যাণ বিষয়ক বিধি বলতে বোঝা যে শ্রমিকের গৃহ সংস্থান ও চিকিৎসা, আমোদ প্রমোদের সুবিধা ও শিক্ষার সুবিধা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী। মনুষ্য-বাসোপযোগী গৃহ, বাসোপযোগী স্থান নির্বাচন, বাসস্থান সংলগ শাক-সব্জি করবার মত

উপযুক্ত জায়গা প্রদান, ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শের জন্য একটি ত্রিপাক্ষিক উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করার জন্য রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দানের আইন প্রবর্তিত হয়।

চিকিৎসাবিধি বলতে শ্রমিক অসুস্থ থাকাকালীন ভাতা এবং প্রসূতিকালীন ভাতা এব এবং শ্রমিকদের পরিবারবর্গকে চিকিৎসাদানের সুযোগের কথা বলা হচ্ছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আইন পাশ হয় তাহল - যে সব বাগানে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়ে ২৫ জন বা অধিক আছে সেখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই আইনটি পাশ হলেও পুরোপুরি কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

কাজের সময় সংক্রান্ত বিধিটি হল - একটি প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টা কাজ করতে হবে। ১৫ থেকে ১৮ বছরের কিশোর শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট সময় হল সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা। আইনে দৈনিক কাজের ঘন্টা বেঁধে দেওয়া হয়নি তবে বিশ্রামের সময় সহ কোন দিন কাজের সময়ের ব্যাপ্তি ১২ ঘন্টার বেশী হতে পারবে না। এবং কোন শিশু শ্রমিক কিংবা স্ত্রী শ্রমিককে সন্ধ্যা ৭ টা থেকে সকাল ৩টার মধ্যে কোন কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

শিশু ও কিশোর নিয়োগ হল - ১২ বছরের কম বয়সী ছেলে মেয়েদের শিশু বলা হয় এবং এদের কাজে নিয়োগ করা আইনে নিষিদ্ধ। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েরাই কিশোর হিসাবে গণ্য। চিকিৎসক প্রদত্ত উপযুক্ত প্রমাণ পত্রে বলে এঁদের কাজে নিযুক্ত করা যাবে।

মজুরী সহ ছুটির বিধিটি হল - প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকেরা প্রতি ২০ দিন কাজের বিনিময়ে ১টি দিন এবং কিশোররা প্রতি ১৫ দিন কাজের বিনিময়ে ১টি দিন ছুটি ভোগ করতে পারবে। উর্দ্ধসংখ্যা ৩০ দিন পর্যন্ত ছুটি একসঙ্গে জমিয়ে রাখতে পারবে।

১৯৫১ সালে উপরোক্ত শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষক বিধিগুলি আইন দ্বারা স্বীকৃত হলে শ্রমিকদের জীবনে সুস্থতা ফিরে আসে। শিক্ষা, সংস্কৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতি মনোনিবেশ করার প্রেরণা পায়। সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক যে জাতীয় অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হোক না কেন সবই হত সাদ্‌রি ভাষায়। ফলে বহির্বিশ্বে সাদ্‌রি কথ্য ভাষার স্বরূপ প্রকাশ পায়। বাগানের সীমানা অতিক্রম করে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিতি গড়ে ওঠে।

আদিবাসী সমাজ যূথচারী। যূথবদ্ধভাবে কাজ করতেই তাঁরা বেশী আগ্রহী। নৃত্য ও গীত তাঁদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। তাই সামাজিক ধর্মীয় সকল প্রকার অনুষ্ঠানই নৃত্যগীত সহকারে পরিবেশিত হয়। নৃত্যের তালে তালে চলে গান। সেই গানের ভাষা 'সাদরি'। সে গান শুধু আদিবাসীরা নয়, অ-আদিবাসী পথিকেরা যখন পথ চলতে গিয়ে শুনে তখন থমকে দাঁড়ায়। সাঁদ্‌রি গানের ঝংকারে পুলকিত না হয়ে পারে না।

সাদ্‌রি কথ্য ভাষার বিকাশ এখানেই স্থগিত নয়। স্বাধীনতার প্রাপ্তির পর গণ-তান্ত্রিক সরকার সকলের স্বার্থ-রক্ষার প্রতি সযত্ন হয়ে ওঠেন। বাগানের নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যত্নবান হন। প্রতিষ্ঠিত হয় ও বিদ্যালয়। শুরুতে যে কয়েকটি বিদ্যা-লয় ১৯৪৮ সালের প্রতিষ্ঠিত গনেন্দ্র বিদ্যামন্দির, চালসার গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ, ১৯৫৮ তে প্রতিষ্ঠিত নাগরাকাটা বিদ্যালয়, ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ওদলা বাড়ি উচ্চবিদ্যালয়, কলাবাড়ি চা-বাগানের সিনিয়র বেসিক স্কুল, মাদারি হাটের বিদ্যালয়। সম্প্রতি টোটো পাড়াতেও টোটো উপজাতীয় ছেলে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলি সবই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত। ফলে আদিবাসী সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ পায়। বর্তমানে বহু আদিবাসী সন্তান মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। এমনকি উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা, মালবাজার, ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার কলেজ-এ প্রতি বছর

বহু আদিবাসী ছেলে স্নাতক শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। ফালাকাটা কলেজ-এর পাঠরত বিমল বারাইক্, বোলাওয়া ওরাওঁ ও শেখর মুন্ডা আমারই নিজের ছাত্র। এঁরা সবাই সাদ্রিভাষী তবে বাংলাতেও পারঙ্গম। বাংলা ভাষাতেই ওরা প্রশ্নোত্তর লেখে। ওরা বেশ সুছন্দ। কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুলোতে ওরা সাগ্রহে সাদ্রি গান পরিবেশন করে। উৎসাহিত আনন্দিত ও ভাষাটি সম্পর্কে আগ্রহী হয় শ্রোতারা। লক্ষণ দেখে ধারণা হয় সাদ্রি ভাষার বিকাশ আর কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

বাগান অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় আদিবাসীদের বৈবাহিক অনুষ্ঠান। এদের বৈবাহিক অনুষ্ঠান একটি গীত প্রধান অনুষ্ঠান। সকল প্রকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের বৈবাহিক অনুষ্ঠানে গীতের বাহুল্য আছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে চলে নানা ধরণের গান। এই গানগুলি সবই হয় সাদ্রি কথ্য ভাষায়। ফলে সাদ্রি ভাষার গানের সুরে কলয়ন্দ্রিত হয়ে ওঠে বাগানের আকাশ বাতাস। গীত পিপাসু, ভাষায় আগ্রহী, সমাজ বিজ্ঞানে কৌতূহলী মানুষেরা চলার পথে উপভোগ করে তাদের সে গান, সে নৃত্য ও দৃশ্য। সাদ্রি কথ্যভাষা এভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

শিক্ষা মানুষের অভিব্যক্তি ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। ব্যক্তিকে আত্মসচেতন করে তোলে। প্রকাশমুখী করে তোলে। জাগ্রত করে সমাজসচেতনতা ও সংস্কৃতি সচেতনতা। ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির ক্ষমতা সংস্কার করে । শিক্ষার প্রসারে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটে। আদিবাসী সমাজের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলেই তাঁরা সাদ্রি ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতিকে প্রকাশমুখী করে তোলে এবং এর ফলে সাদ্রি ভাষার সম্প্রসারিত হবার সম্ভবনা বেড়ে যাচ্ছে।

১৯৫১ সালে আবাদী শ্রমিক আইন (Plantation labour Act) পাশ হলে পরে আদিবাসী শ্রমিকেরা তাঁদের ন্যায্য দাবী আদায়ে সচেষ্ট হয়। বিশেষ করে সচেতন

বাৎসরিক ছুটি ও সিক্ লিভ পাওয়ার পরই কর্মীজীবনে অবকাশের সুযোগ আসে এবং তারা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ পায়। সরকার পক্ষও এব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। বিভিন্ন বাগানে প্রতি বছরই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। সে সব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হলো - আদিবাসী সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা এবং বিশ্ব-পরিচিতি ঘটানো। অনুষ্ঠানগুলি পরিবেশিত হয় সাদ্‌রি ভাষায়। গান গল্প, নাটক, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য প্রভৃতির প্রতিযোগিতামূলক ভাবে পরিবেশন করা হয়। সে সব অনুষ্ঠান সাদ্‌রিভাষীদের যৌথ উদ্যোগে এবং অনেক সময় সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত হয়। পরিবেশিত অনুষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় জনসাধারণেরা দর্শক হিসাবে অংশ গ্রহণ করে। সরকারী উদ্যোগে কোন কোন অনুষ্ঠান দূরদর্শনের সম্প্রচার করা হলে সাদ্‌রী ভাষা বৃহত্তর -অ-আদিবাসী সমাজের গোচরীভূত হওয়ার সুযোগ হয়।

সাদ্‌রিভাষীদের বহু অনুষ্ঠান দূরদর্শনের মারফৎ প্রচারিত হচ্ছে। সাদরি গানও বেতারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান জীবনাচরণের নানা খুঁটিনাটি দিক দূরদর্শন মারফৎ পরিবেশন করা হয়। এসবের ফলে সাদ্‌রি ভাষা ক্রমে প্রসারের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষেরাও সাদ্‌রি কথ্যভাষার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। এবং ভাষাটি অপেক্ষাকৃত সহজ বলে সাধারণ মানুষও অবলীলাক্রমে শিখে ফেলে। ভাষাটির বিকাশের সম্ভবনা তাই উজ্জ্বল।

সাদ্‌রিভাষাকে বিকশিত করতে এবং সাদ্‌রি ভাষীদের সচেতন করে তুলতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের অবদান কম নয়। চা শ্রমিকদের অধিকার-বোধকে তাঁরাই প্রথম জাগ্রত করে। আজ শ্রমিকেরা শুধু বেতন বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট নয়, শিক্ষার সুযোগ, খেলাধুলার সুব্যবস্থা, বিনোদনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার তাঁরা দাবিদার।

চা-বাগিচার নিভৃত নিস্তরঙ্গ জীবনে ক্রমে লাগলো বর্হিজগতের উত্তাল তরঙ্গাঘাত। আদিবাসী যুবকেরা বাগানে বিনোদন ও খেলাধূলা করবার জন্য বিভিন্ন সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে। সংঘের হয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে ফলে আদিবাসীরা। আজ শুধু বাগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বর্হিবাগান পরিবেশেও তাদের প্রভাব ও পরিচিতি গড়ে উঠছে।

সাদ্‌রি ভাষার ক্রমবিকাশে তাই দুইটি দিক একান্তভাবে লক্ষ্য করা যায়। (১) একটি সামাজিক দিক এবং (২) অপরটি রাজনৈতিক দিক। ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক দিকটি ইতিমধ্যে বহু আলোচিত হয়েছে। তবু সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে, বাগিচার পরিবেশকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল, সেই সমাজের রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান উৎসব আনন্দ কৌতূহল, উচ্ছ্বাস সাদ্‌রি কথ্যভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে সাদ্‌রি ভাষার যে বিকাশ, এটি হল তার সামাজিক দিক। আর সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তার দ্বারা সাদ্‌রি ভাষার বিকাশ ঘটানো যে প্রচেষ্টা তাকেই সাদ্‌রি ভাষার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দিক বলে উল্লেখ করা যায়।

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো অবৈতনিক হওয়া চাকুরীর ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকায় এবং ১২ বছরের কমবয়সী শিশুদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হওয়া বাগান এলাকার স্কুলগুলোতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দিয়েছে। ডুয়ার্সের কয়েকটি উচ্চতর ও উচ্চবিদ্যালয় আছে যেখানে ৯০ ভাগ ছাত্রই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। এসবের মধ্যে বিশেষ করে নাগরাকাটায় প্রতিষ্ঠিত চেংমারী স্কুলের নাম করা যেতে পারে। গয়েরকাটায় উচ্চবিদ্যালয়, কাদম্বিনী চা বাগানের জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়, কালচিনি বাগানের ইউনিয়ন একাডেমী, মধু চা বাগানের 'সিনিয়র বেসিক স্কুল' হাসিমারার প্রাইমারী বিদ্যালয়, নিমতিঝোরা চা

বাগানের জুনিয়র বেসিক স্কুল, মথুরা চা বাগানের সিনিয়র বেসিক স্কুল, সান্তালপুর চা-বাগানের মিশনস্কুল, এছাড়া বাগডোগরা ও নকশালবাড়ি, প্রভৃতি চা বাগানকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছে। এসব বিদ্যালয় চা বাগানের ছেলেমেয়ের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষালাভের অনুকূল ব্যবস্থার ফলেই আদিবাসী ছেলে মেয়েরা পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়েছে। অনেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী অফিস, স্কুলের শিক্ষক, কিংবা কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে। এই সব শিক্ষিত আদিবাসী দ্বারাই সাদ্‌রি ভাষা বাগানে গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁচাচ্ছে। ভুটনীর ঘাট স্কুলের সুচক শিক্ষক ঝরিয়া ওরাওঁ, ফালাকাটা কলেজের অশিক্ষিক কর্মচারী সোমা ওরাওঁ এবং ফালাকাটা ব্যাঙ্ক-এর স্টেট ব্যাঙ্ক কর্মচারী বুধু লাকড়া ও রবীন মুণ্ডার নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত। এসব কেবল দু-একটি নামের নমুনা মাত্র। সমগ্র উত্তরবঙ্গে চা-এলাকার মধ্যে এমন হাজার হাজার সোমা, বুধু ও মাংরা আছে, যাদের সাদ্‌রি ভাষা অন্যেরা বোঝ এবং মাংরাদের সঙ্গে অফিসে বিদ্যালয়ে সাদ্‌রিতেই কথা বলার চেষ্টা করে। এভাবে সাদ্‌রিভাষা ক্রমবিকশিত হচ্ছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী বাগিচা এলাকাতেও সমহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার সকলের বাগানে কর্মসংস্থান হয়ে ওঠে না। তাই কৈশোরের শিক্ষা সমাপনান্তে জীবিকার তাগিদে তারা অর্থ-উপার্জনে সচেষ্ট হয় এবং নিকটবর্তী গঞ্জ ও শহরমুখী হয়ে ছোটখাটো ব্যবসা, অতি সাধারণ দোকান কিংবা রিক্সা চালক হিসাবে কর্মের সংস্থান করে। অনেকে কুলিগিরি করে, ঠেলা চালায় ও কাঠচেরাই-এর কারখানায় কাজ করে। এঁরা সবাই সাদ্‌রি ভাষী বলে সাদ্‌রি ভাষার আরও নূতন পরিবেশ তৈরী হচ্ছে এবং ভাষাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রতি চার বছরের মধ্যে কমপক্ষে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যথা - লোকসভা, বিধান সভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন। এছাড়া যাদের ছেলেমেয়ে উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে তাদের বিদ্যালয় পরিচালনকমিটির সদস্য মনোনীত করার জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এই সব নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতির নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে চা বাগিচার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলির দফায় দফায় সফর করেন। আদিবাসীদের বশীভূত করতে নেতৃবৃন্দ সাদ্রিভাষা শেখেন ফলে তাদের অনেকটাই সাদ্রি ভাষা আয়ত্ত হয়ে যায়। এছাড়া কিছু কিছু সংরক্ষিত আসন আছে যেখানে কেবল আদিবাসী নেতারাই প্রার্থী হওয়ার যোগ্য। সেই সব অঞ্চলে আদিবাসী নেতারা জনসভায় সাদ্রি ভাষাতেই ভাষণ দিয়ে থাকেন। যে ভাষণ সাদ্রি-অসাদরি সকলেই শুনেন ও বোঝেন। জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের কুমারগ্রাম আসনের সাংসদ পীযুষ তিরকির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে।

চা বাগানগুলির প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয় ও আকর্ষনীয়। পর্যটকদের কাছে চা বাগানের সৌন্দর্য ভীষণ প্রলুব্ধকর। বাগানের মধ্যে সরকারী কোন পর্যটন কেন্দ্র না থাকলেও বাগানের বাবুদের আত্মীয়স্বজনেরা বিভিন্ন ছুটিতে বাগানে এসে মাসাধিক কাল অতিবাহিত করে। এরা বেশির ভাগই দক্ষিণবঙ্গের ও বহির্বাগানের অধিবাসী। বাগানের মনোরম পরিবেশে বসবাসকালে চা-শিল্প, আদিবাসী সমাজ, তাদের ভাষা , সংস্কৃতির সব কিছুর বিস্তারিত অভিজ্ঞান নিয়ে ফিরে যায়। সাদ্রি ভাষা এভাবেও অপরের গোচরে আসে।

'সাদরি' কথ্যভাষা উত্তরবঙ্গের একটি নবজাত কথ্যভাষা ভাষাতত্ত্বে আগ্রহী পাঠক গবেষক ও বিদ্বৎসমাজ-এর প্রতি বিশেষ কৌতূহলী। এ ব্যাপারে পত্র পত্রিকায় কম বেশি লেখালেখি হয়। সে কারণে সাদ্রি ভাষার প্রতি সকলেই কৌতূহলী দৃষ্টি সম্পন্ন। এভাবেও ভাষাটির গুরুত্ব সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

***** 0 *****

উল্লেখপঞ্জী (References)

১. দাশগুপ্ত, রঞ্জিৎ, 'ডুয়ার্সের শ্রমিক প্রতিবাদ', (১৮৯০এর দশক থেকে ১৯৪৭) মধুপর্ণী, একবিংশ বর্ষ, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, বালুর ঘাট, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৯১

২. ভৌমিক, সরিৎকুমার, 'জলপাইগুড়ির ছোটনাগপুরী উপজাতির উন্নয়ণ সমস্যা', মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, বালুর ঘাট, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.২১৯

৩. ভদ্র মিতা, 'চা শিল্পে মহিলা শ্রমিক', মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, একবিংশ বর্ষ, বালুরঘাট, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.২২৯

৪. চৌধুরী, বুদ্ধদেব, 'জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উপয়ন', মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা একবিংশ বর্ষ, বালুরঘাট, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ পৃ.২৯৬

৫. চক্রবর্তী, মিলিন্দ, 'জেলার আদিবাসীর কিছু প্রাসঙ্গিকতা', মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, একবিংশ বর্ষ, বালুর ঘাট, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩০১

৬. ভট্টাচার্য কৃষ্ণ প্রিয়, 'ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দ কোষ', তিস্তা পত্র, আলিপুর দুয়ার, প্রথম প্রকাশ, মার্চ-১৯৯০, পৃ. উনিশ

৭. Bhowmick, Sarit, 'Class formation in the Plantation System'. People's Publishing houses, New Delhi, 1981 May , page-109.

৮. Das, A.K., Roy, B.K., Raha, M.K. 'The Malpaharias of West Bengal' BCRI, The tribal welfare Department, Govt. of West Bengal, Calcutta, 1966, Special Series-7, page-65-68

৯. Risley, H.H., 'The Tribe and Caste of Bengal', Part-II, Firma Mukhopadhyay, Calcutta, 1891, page-66.

১০. দাশ, নির্মল, 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ', ওরিয়েন্টাল বুক কোং, কলিকাতা, ১৯৮৬

১১. দাশ, নির্মল, তদেব

১২. দাশ, নির্মল, তদেব

১৩. ভট্টাচার্য, কৃষ্ণপ্রিয়, তদেব পৃ. কুড়ি

১৪. চক্রবর্তী, সমীর, 'উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা-শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি,' মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২ পৃ.২

১৫. সরকার, দেবেন, 'জলপাইগুড়ির চা শিল্প ও শ্রমিক', জলপাইগুড়ি জেলার শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, জলপাইগুড়ি, সেপ্টেম্বর ১৯৭০, পৃ.৩১৮

১৬. Bhowmick, Sarit, Op.cit. page.109

১৭. Bhowmick, Sarit, op.cit., page.190.

১৮. Grierson, G.A., 'Linguistic Survey of India', Vol.5 Part-II, Reprint Edition, Motilal Banarasidas 1968, page.158

***** 0 *****